Sajib Paul
SACT
Department of History
Saltora Netaji Centenary college

কুষাণ যুগের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আলোচনা কর

AHHST/201/C-3

History of India (600B.C to 650A.D)

সূচনা

চিনা ঐতিহাসিক সোমা কিয়েন, হিউয়েন সাঙ, প্রমুখের বিবরণ ছাড়াও পুরান, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বিভিন্ন লিপি ও অসংখ্য মুদ্রা থেকে কুষাণ যুগের ইতিহাস জানা যায়। কনিষ্ক ও পরবর্তী কুষাণ রাজারা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটান। ফলে কুষাণ যুগে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

ধর্মীয় ভিন্নতা

কুষানরা ভিন্ন সংস্কৃতির বাহক হিসেবে ভারতে এসে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করেছিল এবং একই সাম্রাজ্যিক কাঠামোর মধ্যে ভারতের প্রায় সমস্ত জাতি ও ধর্মের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। ফলে ভারতীয় এবং অভারতীয় সংস্কৃতির মিলন ঘটে এবং এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়। কনিষ্ক বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটালেও অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়নি। বিভিন্ন অঞ্চলে জৈন ধর্ম ও শৈব ধর্ম প্রচলিত ছিল।

শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ

কুষানরাজারা শিল্প ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ছিল প্রধান। স্থাপত্য মূলত নগর, মন্দির, স্তুপ প্রভৃতি নির্মাণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। সে যুগের বিদেশী ও ভারতীয় শিল্পীরা ধর্মীয় প্রয়োজনে তাদের শিল্পশক্তা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রীতি

কুষাণ যুগে বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রীতি গড়ে উঠেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতের গান্ধার শিল্পের কথা উল্লেখ করতে হয়। বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণকে কেন্দ্র করে গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্প রীতির সংমিশ্রনে গান্ধার শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। মথুরার শিল্পরীতি ছিল অনেকাংশে মৌলিক। তবে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়েও কুষাণ যুগে শিল্পের সৃষ্টি হয়েছিল।

সাহিত্যের বিকাশ

কুষাণ যুগে ব্যাপক সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। তার বিখ্যাত গ্রন্থ হল বুদ্ধচরিত, বজ্রসূচি প্রভৃতি। নাগার্জুন ছিলেন অন্যতম বৌদ্ধ দার্শনিক। কিছু নাটক রচিত হয়েছিল যেমন - চরকের চরক সংহিতা, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিম, বাসের স্বপ্নবাসবদত্তা প্রভৃতি গ্রন্থ গুলি সাহিত্য জগতকে সমৃদ্ধ করেছিল। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় সেযুগে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

রাজনৈতিক ঐক্য ও শান্তি স্থাপন

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর যে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল তার অবসান ঘটিয়ে কুশান রাজারা এক দক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। কুষান রাজারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য গঠন করে এদেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও তারা বাণিজ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটিয়ে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভারতের বাইরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

উপসংহার

কুষাণ যুগে বিশাল সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং বাণিজ্যের অগ্রগতি শিল্প ও সাংস্কৃতিক জগতে নব দিগন্ত সৃষ্টি করেছিল। বিভিন্ন জাতি ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের কাছে এসেছিল আর ভারতবর্ষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় করেছিল।

Thank you